দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ..25 JUL 2015...
পৃষ্ঠা ...১৬... কলাম... ৫...

ভোটে নির্বাচিত হবে শীর্ষ ছাত্রলীগ নেতৃত্ব

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ২৮তম সম্মেলন শুরু আজ
করণীয় ঠিক করতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আশরাফের বৈঠক

■ মেহেদী হাসান

দেশের প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের ২৮তম জাতীয় সম্মেলন শুরু হচ্ছে আজ। সকালে ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে দুই দিনব্যাপী এ সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখবেন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। বিশেষ অতিথি থাকবেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবেন ছাত্রলীগের সভাপতি এইচএম বদিউজ্জামান সোহাগ। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন আগামীকাল রবিবার সকাল ১০টায় ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে শুরু হবে শিক্ষা-শান্তি-প্রগতির ধারক ও বাহক ছাত্রলীগের নতুন নেতৃত্ব নির্বাচনের প্রক্রিয়া।

শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক পদ প্রত্যাশী নেতাদের মধ্যে দফায় দফায় বৈঠকের মাধ্যমে সমঝোতার চেষ্টা করা হলেও শেষ পর্যন্ত তা সফল না হওয়ায় ভোটের মাধ্যমেই ছাত্রলীগের শীর্ষ নেতৃত্ব নির্বাচনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে আজকের মধ্যে সমঝোতা হলে সেক্ষেত্রে মনোনীত করে নতুন নেতৃত্ব আনা হতে পারে। সিন্ডিকেট দৌরাত্ম্য ঠেকিয়ে মেধাবী, দক্ষ ও যোগ্যদের নেতৃত্বে আনতে সমঝোতার ভিত্তিতে এ কমিটি গঠনের পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৭

ভোটে নির্বাচিত হবে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সম্ভাবনা রয়েছে। তবে ভোটের মাধ্যমে নেতৃত্ব নির্বাচনের সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। জানা গেছে, প্রথমে কাউন্সিলরদের সর্বসম্মতিক্রমে নেতৃত্ব ঠিক করার দায়িত্ব দেয়া হবে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ওপর। এরপর কিভাবে নতুন নেতৃত্ব নির্বাচন করা হবে তা দলীয় সভানেত্রী নির্ধারণ করে দেবেন।

ছাত্রলীগের সম্মেলনকে সামনে রেখে গতকাল শুক্রবার রাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেন বর্তমান ছাত্রলীগ সভাপতি এইচএম বদিউজ্জামান সোহাগ, সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকী নাজমুল আলমসহ সাবেক ছাত্রনেতারা। ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক শুধুমাত্র আজ সকালে ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠেয় ছাত্রলীগের দুই দিনব্যাপী কেন্দ্রীয় সম্মেলনের দাওয়াত দিতেই গণভবনে গিয়েছিলেন এমন দাবি করলেও একাধিক সূত্রে জানা গেছে, নতুন নেতৃত্ব নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং বয়সসীমা কী হবে, এ নিয়েও তাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। বিভিন্ন সূত্রে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে নতুন কমিটি গঠন প্রক্রিয়ার অভিযোগও দৃষ্টি এড়ায়নি দলটির হাইকমান্ডের।

জানা গেছে, শেষ পর্যন্ত সমঝোতা না হলে গতানুগতিক ধারায় ভোটের মাধ্যমে নতুন নেতৃত্ব গঠিত হবে কি না, এমন প্রশ্ন সামনে আসলে বৈঠকে উপস্থিত নেতারা এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার শেখ হাসিনার ওপরই অর্পণ করেন। তবে বৈঠকে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত না জানিয়ে সবার বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শুনেন প্রধানমন্ত্রী। বৈঠকে ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ ছাত্রলীগের সাবেক নেতারা পরবর্তী কমিটি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায় ও সিদ্ধান্ত জানতে চাইলে শেখ হাসিনা শুধু এটুকু জানান, সংগঠনের প্রতি বিশ্বস্ত, মেধাবী এবং ক্লিন ইমেজের ছাত্রলীগ নেতারাই বড় পদে আসা উচিত। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সঠিক কী সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তা কেউ-ই আনুষ্ঠানিকভাবে মুখ খুলতে রাজি হননি। তবে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সম্মেলনে তাকে ছাড়াও দলের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফকে দাওয়াত দেয়ার নির্দেশ দেন। এর আগে বিকালে ধানমন্ডিস্থ আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর রাজনৈতিক কার্যালয়ে ছাত্রলীগের নেতৃত্ব নির্বাচনে করণীয় ঠিক করতে কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন দলের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম।

সূত্র জানায়, ছাত্রলীগের নেতৃত্ব প্রত্যাশীদের দৌড়ঝাঁপ এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। এবারও ছাত্রলীগের নেতৃত্বে নতুন মুখ আসছে। বয়সের কারণে বর্তমানে নেতৃত্বে থাকা অনেকেই শীর্ষ নেতৃত্বের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারছেন না। ২৯ বছরই ছাত্রলীগের নেতা হওয়ার বয়সসীমা। দুই বছর মেয়াদি ছাত্রলীগের সর্বশেষ কমিটি গঠিত হয়েছিল ২০১১ সালের ১০ জুলাই সংগঠনের সর্বশেষ কাউন্সিলের মাধ্যমে। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কাউন্সিলরদের সরাসরি ভোটে কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচনের কথা। অনুপ্রবেশ ঠেকাতে এবার প্রার্থীদের পারিবারিক ও অতীত ব্যাকগ্রাউন্ড গুরুত্বের সঙ্গে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। যাদের মাদ্রাসা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে তাদের শীর্ষে নেতৃত্বে না নিয়ে আসারও প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হয়েছে। ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদসহ ১১২টি ইউনিটের কাউন্সিলর তালিকা এবং ছবিসহ ভোটার তালিকার কাজ চূড়ান্ত হয়েছে। এবারই প্রথম ছবিসহ ভোটার তালিকা ও বিদেশি ইউনিটগুলোকে ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ দেয়া হচ্ছে। সব মিলিয়ে প্রায় তিন হাজার কাউন্সিলরের ভোটে নতুন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন করার কথা রয়েছে। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বিশাল প্যান্ডেলে আয়োজিত এ সম্মেলনে ১৫ হাজার ডেলিগেটসহ লক্ষাধিক নেতাকর্মী যোগ দেবেন। ছাত্রশিবির বাদে অন্য সব ছাত্র সংগঠনকে এ সম্মেলনে যোগ দেয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এর আগে ২০০২, ২০০৬ ও ২০১১ সালের সম্মেলনে গোপন ব্যালটে কাউন্সিলরদের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন করা হয়।

গত ১২ জুলাই থেকে ২২ জুলাই পর্যন্ত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থীদের জন্য মনোনয়ন ফরম বিক্রি করা হয়। মোট ২৪০ জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমা দিয়েছেন। এদের মধ্যে ৭৮ জন সভাপতি এবং ১৬২ জন সাধারণ সম্পাদক পদপ্রত্যাশী ছিলেন। সহ-সভাপতি ও যুগ্ম সম্পাদক পদ পেতে অনেকেই শীর্ষ দুই পদের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে সভাপতি পদপ্রত্যাশীদের মধ্যে ১৪ জন বাদ পড়েছেন। সাধারণ সম্পাদক পদে বাদ পড়েছেন ২০ জন। বয়স জালিয়াতির কারণে তিন জনের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। তারা হলেন কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের কৃষি সম্পাদক রাইসুল ইসলাম জুয়েল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি এনায়েত হোসেন রেজা, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম। শিক্ষা বোর্ডের জন্ম তারিখের সঙ্গে জমাকৃত জন্ম তারিখের মিল না থাকায় তাদের প্রার্থিতা বাতিল করেছে নির্বাচন কমিশন। বয়স না থাকার কারণে বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শামসুল কবির রাহাত, সাংগঠনিক সম্পাদক মশিউর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ওমর শরীফ, ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সাবেক সাধারণ সম্পাদক শেখ আনিসুজ্জামানের প্রার্থিতা বাতিল করা হয়েছে। তাদের একজন ইত্তেফাককে বলেন, 'দুই বছরের কমিটি চার বছর পার করায় আমরা বাদ পড়েছি। এখন আমরা নেত্রীর (প্রধানমন্ত্রী) দিকে তাকিয়ে আছি। তিনি যা করবেন, সেটাই হবে।' এছাড়া ইসলামী ছাত্র সেনার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার কারণে হিরণ আহমেদ ও ইসলামী ছাত্রফ্রন্টের সঙ্গে জড়িত থাকার জন্য মাসুদ রানার প্রার্থিতা বাতিল করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নাহিদ মিয়ার ছাত্রলীগে আগে কোনো পদ না থাকায় তার প্রার্থিতাও বাতিল করা হয়। এছাড়া জাকির হোসেন নামে এক পদপ্রত্যাশীর মাদ্রাসা ব্যাকগ্রাউন্ড থাকার অভিযোগ পেয়েছে বাছাই কমিটি।

জানা গেছে, রাইসুল ইসলাম জুয়েল প্রার্থিতার আবেদনে জন্ম তারিখ ১৯৮৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর উল্লেখ করলেও শিক্ষা বোর্ডের নথি অনুযায়ী প্রকৃত তারিখ ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৫। এনায়েত হোসেন রেজার প্রদত্ত জন্ম তারিখ ২৫ নভেম্বর ১৯৮৬ হলেও প্রকৃত তারিখ ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫। সিরাজুল ইসলামের প্রদত্ত জন্ম তারিখ ১০ জুন ১৯৮৭ হলেও প্রকৃত তারিখ ১০ জুন ১৯৮৬। এ বিষয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার সুমন কুণ্ড বলেন, 'শিক্ষা সনদের সঙ্গে আবেদন পত্রে দেয়া বয়সের মিল না থাকায় তাদের প্রার্থিতা বাতিল করা হয়েছে। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এছাড়া অন্য সংগঠনের সঙ্গে জড়িত থাকা, শিক্ষা সনদ না থাকা, বয়স না থাকা, চাকরিজীবী হওয়াসহ অন্যান্য কারণে আরো ১০ জন সাধারণ সম্পাদক প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সুমন কুণ্ড আরো বলেন, আমরা গঠনতন্ত্র অনুযায়ী বয়স ২৯, অবিবাহিত, ছাত্রত্ব—এ তিনটি বিষয়কে সামনে রেখে প্রার্থিতা চূড়ান্ত করেছি। গতকাল রাত ১১টায় সরেজমিন মঞ্চে গিয়ে দেখা যায়, মঞ্চ প্রস্তুত। প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে ছাত্রলীগের শত শত নেতাকর্মী মঞ্চস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রত্যাশীদের মধ্যে এগিয়ে আছেন ছাত্রলীগের বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক সাইফুর রহমান সোহাগ, সমাজ সেবা সম্পাদক কাজী এনায়েত, গোলাম রাব্বানি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সহ-সভাপতি রফিকুল ইসলাম সুজন, যুগ্ম সম্পাদক এইচ এম আল আমিন, প্রচার সম্পাদক শহিদুল ইসলাম শাহেদ, আসাদুজ্জামান নাদিম, নজরুল ইসলাম, মো. ফারুক হোসেন, এনামুল হক প্রিন্স।

সংগঠনের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী দু'বছর পর পর সম্মেলন হওয়ার কথা থাকলেও এবার সম্মেলন হচ্ছে চার বছর পর। নির্ধারিত সময়ে সম্মেলন না হওয়ায় ছাত্রলীগের বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটিতে থাকা যোগ্য ও অভিজ্ঞ নেতাদের অনেকেই বয়সের কারণে নতুন কমিটিতে আসতে পারবেন না। তাদের মধ্যে সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক পদে আসার মতো যোগ্য ও অভিজ্ঞ নেতারাও রয়েছেন। এ কারণে এবার ছাত্রলীগের নেতৃত্বের বয়সের কোঠাও ২৯ থেকে এক বছর বাড়িয়ে ৩০ বছর করা হতে পারে।

ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি এইচএম বদিউজ্জামান সোহাগ ইত্তেফাককে জানান, নেত্রী (আওয়ামী লীগ সভানেত্রী) যেভাবে চাইবেন, সেভাবেই ছাত্রলীগের নেতা নির্বাচিত হবে। তবে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী আমরা সার্বিক প্রস্তুতি নিয়ে রাখবো। তারপরও কাউন্সিলরদের ভোটে নেতা নির্বাচিত হবে, নাকি নেত্রী নিজেই কাউকে মনোনীত করবেন—সে সিদ্ধান্ত তিনিই নেবেন।